# জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in


## নয়া ট্যারিফ

১ অক্টোবর থেকে বদলে যাবে ইনল্যান্ড স্পিড পোস্ট পরিষেবার শুল্ক কাঠামো। ভারতীয় ডাক বিভাগ কার্যকর করেছে নতুন ট্যারিফ। একই সঙ্গে গ্রাহকদের সুবিধার জন্য চালু হচ্ছে একাধিক নতুন পরিষেবা

## আজ রাত থেকে বৃষ্টি

অষ্টমীর দিনে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে বঙ্গোপসাগরে। নবমীতে তা নিম্নচাপে পরিণত হবে এবং আজ রাত থেকেই ঝড়-বৃষ্টি শুরু হবে, চলবে একাদশী পর্যন্ত

## সমাজমাধ্যমে পোস্ট-দ্বন্দ্বে গুলি করে যোগীরাজ্যে খুন নাবালক

## মুম্বই-দিল্লিগামী ইন্ডিগো বিমানে বোমাতঙ্ক, ‘এমার্জেন্সি অ্যালার্ট’

বিশেষ ই-সংখ্যা ● ১ অক্টোবর, ২০২৫ ● ১৪ আশ্বিন ১৪৩২ ● বুধবার ● ৮ পাতা ● Special E-edition ● JAGO BANGLA ● WEDNESDAY ● 1 OCTOBER, 2025 ● 8 Pages ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA


# মণ্ডপে এসে মেয়েকে নিয়ে ফুচকা খেলেন অভিষেক

## মনীষীদের অপমান

# শাহকে কটাক্ষ অভিষেকের

**প্রতিবেদন :** বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবের মাঝেও ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে চরম হেনস্থার শিকার হওয়া শ্রমিকদের কার্যত বুকে টেনে নিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দিলেন বরাভয়। তাঁদের মুখে খুঁটিয়ে শুনলেন অত্যাচারের কাহিনি। শেষে একসঙ্গে ফুচকাও খেলেন। তাঁদের হাতে তুলে দিলেন পুজো উপহার। মেটালেন সেলফির আবদারও।

এদিন পুজো পরিদর্শনে অভিষেকের সঙ্গে ছিল কন্যা আজানিয়া। মহাষ্টমীর বিকেলে নাগেরবাজারের জপুর জয়শ্রী পুজোমণ্ডপে যখন এই ছবি ধরা পড়ল, বাইরে তখন উদ্বেল জনতা তুলছেন জয় বাংলা স্লোগান। উপস্থিত সাংসদ সৌগত রায়কে প্রণাম করে হাত ধরে পরিযায়ী শ্রমিকদের কাছে নিয়ে গিয়ে কথা বললেন। জপুর জয়শ্রীর এবারের পুজোর থিম পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবন সংগ্রাম। বাঙালি হওয়ার কারণে বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে তাঁদের যে করুণ পরিস্থিতির শিকার হতে হয়েছে, সেটাই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। তাঁদের এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে মা দুর্গার কাছে। বাগুইআটির অশ্বিনীনগর বন্ধুমহল দুর্গাপুজো পরিদর্শনে গিয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মনে করিয়ে দিলেন মনীষীদের অপমান মেনে নেবে না বাংলা। তিনি বলেন, বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছিল বিজেপি। তাঁদের নেতা কলকাতায় পুজো উদ্বোধনে এলেন, অথচ সামান্য দূরত্বে বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে একবার শ্রদ্ধা জানানোর কথা মনে হল না। পদে পদে বাংলার মনীষীদের অপমান করে গিয়েছেন ওঁরা। বাংলার মানুষ এই অপমান মেনে নেবে না। এদিন পুরো মণ্ডপ ঘুরে দেখেন অভিষেক। মায়ের পায়ে ফুল নিবেদনের সঙ্গে বাংলার মনীষীদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। দু'টি জায়গা মিলিয়ে অভিষেকের সঙ্গে ছিলেন সাংসদ পার্থ ভৌমিক, বিধায়ক অদিতি মুন্সি, নির্মল ঘোষ প্রমুখ।

দুই মণ্ডপ পরিদর্শনের পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজ মাধ্যমে লেখেন, সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর যে অমানবিক অত্যাচার, নির্যাতন চলছে এবং বাংলা ভাষাভাষী মানুষের যেভাবে অপমান করা হচ্ছে, তা তুলে ধরা হয়েছে এই দুটি মণ্ডপে। এদিন মণ্ডপে উপস্থিত ১১ জন পরিযায়ী শ্রমিকের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বার্তালাপ করে পূর্ণ সহায়তার আশ্বাস দিয়েছি। শুভদিনে তাঁদের হাতে তুলে দিয়েছি পুজোর উপহার। (এরপর ৭ পাতায়)

## কথা শুনলেন পরিযায়ীদের

■ আজ ৩টে থেকে অভিষেক যাবেন চালতাবাগান, যোধপুর পার্ক ৯৫ পল্লি, ত্রিধারা মণ্ডপে

■ নাগেরবাজারের মণ্ডপে মেয়ে আজানিয়াকে নিয়ে ফুচকা খাচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

# ১ লক্ষ কোটি টাকা, পুজো অর্থনীতিতে বাংলার রেকর্ড

অভিজিৎ ঘোষ

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। যাঁরা বলেন বাঙালি ব্যবসায়ে পারদর্শী নয়, তাঁদেরকে বোকা বানিয়ে ছাড়লেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার সেরা উৎসব দুর্গোৎসবকে সাজাতে সাজাতে, নানা সুযোগ বৃদ্ধি করে, পরিকল্পনা করে বিগত এক দশকে দেশের সেরা উৎসবে পরিণত করেছেন। বিদেশিরাও বিরাট আগ্রহ নিয়ে এই উৎসবে শামিল হচ্ছেন, এমন চিত্র আগে দেখা যায়নি। আন্তর্জাতিক সম্মান যুক্ত হয়েছে আমাদের পুজোর সঙ্গে। দুর্গোৎসবের বিশ্বায়ন। আর যার নিটফল ২০২৫-এর পুজোর অর্থনীতি ছাড়াল ১ লক্ষ কোটি। কীভাবে প্রসারিত হচ্ছে পুজো-অর্থনীতি?

■ কাশী বোস লেন। উপচে পড়ছে দর্শনার্থীদের ভিড়।

**শিল্পীরা কী বলছেন :** ভবতোষ সুতার কিংবা পরিমল পালের মতো শিল্পীরা বলছেন, বিদেশে প্রতিমার বরাত বৃদ্ধি পেয়েছে। দাম আগের চেয়ে বেড়েছে। বিদেশিরা কলকাতায় পুজোর সময়ে আগের চেয়ে বেশি আসছেন। পুজোর আর্ট ফর্ম দেখে নানা ধরনের অর্ডার দিচ্ছেন। ভিন রাজ্য থেকেও আসছে বরাত। (এরপর ৭ পাতায়)

## দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

### সন্ধ্যা

সন্ধানী-সন্ধানে রাত্রি লগনে
শয়নচারীর ঘরে
একা একা এল চুপে চুপে
কালো আঁধারকে ঘিরে,
চাইল অনেক, পেলও অনেক
বাড়ল কি তাতে মর্যাদা?
নাতিশীতোষ্ণ চৈত্র দুপুরে,
দুপুরে নামল সন্ধ্যা।

# উৎসবে মেতেছে বাংলা

দেবনীল সাহা

ইতিহাস লিখছে উৎসবের বাংলা। শহর থেকে জেলা, লক্ষ-কোটির মহাসমুদ্রে অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে চুরমার। মহোৎসবের আমেজে মগ্ন গোটা বাংলা। মহাষ্টমীর অষ্টপ্রহরে কলকাতার মণ্ডপে-মণ্ডপে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস-উন্মাদনা। সকালের দিকে আচমকা ঝমঝমিয়ে বৃষ্টিতেও দমানো গেল না উৎসবপ্রেমী বাঙালিকে। দুর্যোগের আশঙ্কা ভুলে বৃষ্টি মাথায় নিয়েই চলল পুষ্পাঞ্জলি। শেষে দুর্গাষ্টমীর ভোগের খিচুড়ি মিলিয়ে দিল শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণের আবেগকে। বেলা গড়াতেই ফের প্যান্ডেল হপিংয়ে মাতল আপামর বাঙালি। রঙিন শাড়ি-পাঞ্জাবিতে ঠাসা ভিড় ঠেলে পায়ে হেঁটে গড়িয়া টু গড়িয়াহাট কিংবা টালা থেকে টালিগঞ্জ, লিস্ট মিলিয়ে চলল ঠাকুর দেখা। শহরের অলি-গলি, রাজপথের অহরহ ভিড় রেকর্ড গড়ল প্রতিনিয়ত। (এরপর ৭ পাতায়)

# নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

1 October, 2025 • Wednesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

## তারিখ অভিধান

**১৮৬১**
**ডাঃ নীলরতন সরকার** (১৮৬১-১৯৪৩) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। প্রখ্যাত চিকিৎসক। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে যথাক্রমে ডিসিএল ও এলএলডি উপাধি প্রদান করে। ১৯১৯-'২১ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন। ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল কলেজে রূপান্তরিত হয়ে তাঁরই নামে নামাঙ্কিত হয়। শিশুসাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকার ছিলেন তাঁরই ভাই।

**১৮৪৭**
**অ্যানি বেসান্ত** (১৮৪৭-১৯৩৩) এদিন লন্ডন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। একজন বিদেশিনি হয়েও তিনি ভারতকে স্বদেশ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিখ্যাত হোমরুল আন্দোলনের প্রধান পরিচালিকা তিনিই। ১৯১৭-তে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি সভানেত্রী ছিলেন।

**১৯৩৫**
**কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়** (১৯৩৫–২০০৯) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। বাঙালি কণ্ঠশিল্পী তথা বাংলা কাব্যগীতির জগতে এক প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব। অতুলপ্রসাদ এবং দ্বিজেন্দ্রলালের গানে বিশেষ খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন-করা এই শিল্পী রজনীকান্ত সেন, দিলীপকুমার রায়, হিমাংশু দত্তের গান তথা রবীন্দ্রসঙ্গীত ও বাংলা আধুনিক গানেও সমান পারদর্শী ছিলেন। জীবনের শেষ আট বছর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বাক্‌শক্তিরহিত অবস্থায় অতিবাহিত করেন।

**১৯৯৫**
**আদিত্য বিক্রম বিড়লা** (১৯৪৩-১৯৯৫) এদিন প্রয়াত হন। ভারতের অন্যতম বৃহৎ শিল্পপতি পরিবারের সন্তান। বাবা বি কে বিড়লা। পড়াশোনা কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ও ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে। ভারতের প্রথম গ্লোবাল ব্যবসায়ী। আদিত্য বিড়লা গ্রুপের চেয়ারম্যান ছিলেন। ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৫১ বছর বয়সে মারা যান।



**১৯০৬**
**শচীন দেববর্মণ** (১৯০৬-১৯৭৫) এদিন ত্রিপুরার আগরতলায় জন্মগ্রহণ করেন। জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী, সুরকার এবং চলচ্চিত্র জগতের স্বনামখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক। অনুগ্রাহী মহলের প্রিয় নাম 'শচীনকর্তা'। পূর্ববঙ্গ-সহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করে সেগুলি নিজস্ব ভঙ্গিতে গেয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। বাংলা রাগপ্রধান গানকেও তিনি নিজস্ব রসবোধে সহজ সুরসংযোগে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন।

**১৯০৬**
**নিকুঞ্জ সেন** (১৯০৬-১৯৮৬) এদিন ঢাকার কামারখাড়ায় জন্ম নেন। ছাত্রাবস্থায় ব্রিটিশ-বিরোধী বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। বিনয়-বাদল-দীনেশের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। রাইটার্স অভিযানের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বহুবার কারারুদ্ধ হয়েছেন। কম করে জীবনের ১৩ বছর কারান্তরালেই কাটিয়েছেন। রচিত গ্রন্থ 'জেলখানা কারাগার', 'বক্সার পর দেউলী', 'নেতাজি ও মার্কসবাদ' ইত্যাদি।

**১৯৪২ এদিন ভারত ছাড়ো আন্দোলনে** অংশ নিয়ে শহিদ হন মেদিনীপুরের ব্রজমোহন জানা। পুলিশের লাঠির আঘাতে মৃত্যু হয় তাঁর। এর আগে আইন অমান্য আন্দোলনেও অংশ নিয়েছিলেন।

**১৯৯১**
**এদিন থেকে প্রতি বছর** ১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালিত হয়ে আসছে। প্রবীণদের সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিতের পাশাপাশি, বার্ধক্যের বিষয়ে বিশ্বব্যাপী গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে রাষ্ট্রসংঘ ১৯৯০-এ দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। এ বছর দিনটির জন্য বিশেষ স্লোগান হল : সব বয়সিদের জন্য ডিজিটাল সাম্য। উদ্দেশ্য, ডিজিটাল দুনিয়ায় প্রবীণরা যাতে সাবলীলভাবে অংশ নিতে পারেন, তা নিশ্চিত করা।

## নজরকাড়া ইনস্টা

■ কোয়েল, স্বামী কন্যা-সহ

■ বরুণ ধাওয়ান

■ নুসরত

## পুজো কর্মসূচি

■ বৈদ্যবাটি পুরসভার পুরপ্রধান পারিষদ সুবীর ঘোষের উদ্যোগে ১০ নং ওয়ার্ডের সমস্ত পুজো কমিটির হাতে শারদ সম্মান তুলে দেওয়া হল মঙ্গলবার।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

## শব্দবাংলা-১৫১২

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | | ২ | ■ | ৩ | | ৪ |
| | ■ | ■ | | ■ | | ■ | |
| ৫ | ৬ | ■ | ৭ | | | ■ | ■ |
| ■ | | ■ | ■ | ■ | ৮ | ৯ | |
| ১০ | | ১১ | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| ■ | ■ | ১২ | | ১৩ | ■ | ১৪ | ১৫ |
| ১৬ | ■ | | ■ | | ■ | ■ | |
| ১৭ | | | ■ | ১৮ | | | |

**পাশাপাশি :** ১. লুকিয়ে থাকার গোপন বা সংকীর্ণ জায়গা ৩. প্রভু, কর্তা ৫. জনসাধারণ ৭. শিব ও দুর্গার জ্যেষ্ঠপুত্র ৮. হৃষ্টপুষ্ট ১০. সগৌরবে অবস্থান ১২. সূর্য, তপন ১৪. অবস্থা ১৭. দ্রব্যাদির দর ১৮. সমুদ্র।

**উপর-নিচ :** ১. গাঢ় অন্ধকারময় ২. পাখি ৩. না খেয়ে থাকা, উপবাস ৪. (আল.) শত্রু ৬. ভেদবমি, ওলাওঠা রোগ ৯. কুবের ১১. জমির মালিক, ভূস্বামী ১৩. রান্না ১৫. রাজ্য পরিচালনা ১৬. পতি।

■ শুভজ্যোতি রায়

**সমাধান ১৫১১ : পাশাপাশি :** ১. কো-অপারেটিভ ৬. টপ ৮. হিসাব ৯. তন্তুবাপ ১০. প্রগল্ভা ১২. দর্পণ ১৩. শত ১৫. পয়সাওয়ালা। **উপর-নিচ :** ২. অভাব ৩. রেখাপাত ৪. ভট ৫. বহিঃপ্রকাশ ৭. পটপরিণয় ১১. ভালোবাসা ১২. দরিয়া ১৪. তপ।

**সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়**
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

**Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY**
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

# আমারশহর

1 October, 2025 • Wednesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in



## নাগেরবাজার ও বাগুইআটিতে দুর্গা-দর্শনে অভিষেক ● এক ফ্রেমে নানা মুহূর্ত

# সমাজের কাছে বার্তাই ইউএসপি ভিড় টানার

সুপর্ণা দে

মহালয়ার দিন থেকে কলকাতার বড় পুজোগুলিতে উপচে পড়া ভিড়। সজাগ প্রশাসন। নেই কোনও দুর্ঘটনা। পুলিশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় উচ্চ প্রশংসিত। এখন কলকাতার পুজো মানেই নতুন কিছু দেখা। প্রত্যেকটি পুজো আলাদা আলাদা বার্তা দেয়। কেন মানুষ প্রত্যেকটি বড় পুজো দেখতে উৎসাহী? ঝড়-বৃষ্টি কোনও কিছুই মানুষকে পুজো প্যান্ডেল দেখতে যাওয়া থেকে আটকাতে পারে না। জনপ্লাবন শ্রীভূমি, নলিন সরকার স্ট্রিট, শিকদার বাগান, বাবুবাগান, সেলিমপুর, একডালিয়া এভারগ্রিন, যোধপুর পার্ক সর্বজনীন, মুদিয়ালি, কুমারটুলি পার্ক সর্বজনীন, সিমলা ব্যায়াম সমিতি, চালতাবাগান সর্বজনীন, রামমোহন সম্মিলনী, কলেজ স্কোয়ার, কালীঘাট সংঘশ্রী, বেহালা নূতন দলের মণ্ডপে। কিন্তু কলকাতার বড় পুজোগুলিতে কী এমন আছে যে জনস্রোত বয়ে যায়? ভিড় কীভাবে টানতে হয়? ব্যাখ্যা দিলেন উদ্যোক্তারাই।

হাতিবাগান সর্বজনীনের পুজো উদ্যোক্তা তথা ফোরাম ফর দুর্গোৎসবের সভাপতি শাশ্বত বসু জানান, কলকাতার দুর্গাপুজো আজ বিশ্বজনীন। কলকাতার দুর্গাপুজো আজ শুধু উৎসব নয়, গত ১০ দিন ধরে ওপেন হার্ট ফেস্টিভ্যাল চলছে, মানুষের একটা আগ্রহ তৈরি হয়েছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা

■ মহাষ্টমীতে শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবে দর্শনার্থীদের ভিড়।

পুলিশ, আমাদের পুজো কমিটিগুলিকে সাহায্য করছে, সেই কারণে মানুষের এত ভিড়। সবমিলিয়ে একটা ভাল পরিবেশ। রাস্তায় জ্যাম হবেই কিন্তু ট্রাফিক মুভমেন্ট অসম্ভব ভাল। কলকাতায় একটা ভাল পরিবেশ তৈরি হয়েছে এবং মানুষ নির্বিঘ্নে ঠাকুর দেখতে পারবে। হাতিবাগান সর্বজনীন গঙ্গার ঘাট নিয়ে কাজ করেছে। কলকাতার ঘাটগুলির আলাদা ঐতিহ্য। তৃণমূল সরকার আসার পর কলকাতার ঘাটগুলি আরও পরিবর্তন হয়েছে। মিলিনিয়াম পার্ক, বাবুঘাট সমস্ত ঘাটগুলি আরও সুন্দর হয়েছে। সুরুচি সংঘের পুজো উদ্যোক্তা তথা ফেডারেশন অফ টেকনিশিয়ান অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, আমাদের পুজোর ভিড়ের তেমন কোনও ম্যাজিক নেই। আমরা প্রতি বছরই মানুষের কাছে বার্তা দিই। এ-বছর বার্তা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের আহুতি। এই বার্তা মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। তাই এত মানুষ আমাদের পুজোমণ্ডপে আসছেন। যে বার্তা দিচ্ছেন সেটা সমাজের সঙ্গে কতটা প্রাসঙ্গিক এবং সময়ের সঙ্গে কতটা প্রাসঙ্গিক সেটা করলে মানুষ আসবেন, আশীর্বাদ করবেন।

কাশীবোস লেন পুজোর সাধারণ সম্পাদক সৌমেন দত্ত জানান, আমরা এমন একটা বিষয় বেছে নিয়েছি যা সব মানুষই এটা পছন্দ করবে। দুর্গাপুজো মানে রঙের উৎসব, মানুষের উৎসব, মজা থাকবে। দর্শনার্থীরা আনন্দ পাচ্ছেন। একইসঙ্গে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম থেকেও খুব ভাল সমর্থন পাচ্ছি। মণ্ডপে আরও ভিড় বাড়ছে। বেলেঘাটা ৩৩ পল্লির কনভেনর হিমাদ্রি ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের যে চাহিদা-অন্ন, বস্ত্র এবং বাসস্থান। বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন জীবিকার সঙ্গে যুক্ত। যাতে আমাদের পরিবারকে ভাল রাখতে পারি, আর সভ্য সমাজে থাকতে হলে বস্ত্রের প্রয়োজন এবং আমাদের মাথায় ছাদ না থাকলে কোনও কিছুতেই মনোনিবেশ করতে পারব না। এটা গোটা পৃথিবীর সকলের জন্য এটা জরুরি।

## আজ রাত থেকে বৃষ্টি, বিশেষ সতর্কতা মণ্ডপে

**প্রতিবেদন: সকাল থেকে রোদ ঝলমলে অষ্টমী থাকলেও বেলা বাড়তে আকাশের মুখ ভার হয়ে যায়। শুরু হয় বৃষ্টি। কলকাতার বিস্তীর্ণ অংশে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হয়। তবে কিছুক্ষণ পরে সেই বৃষ্টি থেমেও যায়। এদিকে অষ্টমীর দিনে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে বঙ্গোপসাগরে। নবমীতে তা নিম্নচাপে পরিণত হবে এবং আজ রাত থেকেই ব্যাপক ঝড়-বৃষ্টি শুরু হবে, চলবে একাদশী পর্যন্ত।। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা ও হুগলির মতো জেলাগুলিতে বৃষ্টি বেশি হবে। কলকাতা, হাওড়া, নদিয়া, মুর্শিদাবাদেও ভারী বৃষ্টি নামতে পারে। দুর্গাপূজার মণ্ডপগুলিতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।**

■ চলচ্চিত্রাভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালন বিনোদিনী থিয়েটারে। একইসঙ্গে এদিন প্রচার সারেন 'দেবী চৌধুরানি'র ভবানী পাঠক। ভক্তদের আবদারে তোলেন সেলফিও।

# পুলিশের কোলে চেপে প্যান্ডেল হপিং

**সংবাদদাতা, ডায়মন্ড হারবার:** ওঁরা কেউ কেউ হুইল চেয়ারের ভরসায়। কেউ শয্যাশায়ী, কেউ চলন শক্তি হারিয়েছেন। কিন্তু মনের ইচ্ছে সেই কৈশোরকালের মতোই। তাই এই অসহায় প্রবীণ-প্রবীণাদের ঠাকুর দেখাল ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশ। মহাষ্টমীর দিন বৃদ্ধাশ্রমের অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও অনাথ আশ্রমের শিশুদের নিয়ে প্রতিমা দর্শনের আয়োজন করল ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশ পরিবার। পুলিশের গাড়িতে করে মহাষ্টমীতে ডায়মন্ড হারবার শহরের বিভিন্ন পুজোমণ্ডপ দেখানো হয়।

বৃদ্ধাশ্রমের অনেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, কেউ হুইল চেয়ারে চলাফেরা করেন, আবার কেউ শয্যাশায়ী। তাঁদেরকেও কোলে তুলে প্রতিমা দর্শন করান পুলিশকর্মীরা। কখনও শিশুদের কোলে করে নিয়ে পুলিশকাকু ঠাকুর দেখাচ্ছে তো কখনও বৃদ্ধ মানুষদের কোলে নিয়ে মণ্ডপে ঢুকছে পুলিশরা। দর্শন শেষে সকলের জন্য মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করা হয়। নিজের হাতে খাবার পরিবেশন করেন ডায়মন্ড হারবারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিতুনকুমার দে, এসডিপিও সাকিব আহমেদরা।

কিছুক্ষণ চলল আড্ডাও। মনের আনন্দটুকু চেটেপুটে নিলেন ওঁরা। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জোনাল) মিতুনকুমার দে জানান, আলোর বাইরে থাকা মানুষদের মুখে হাসি ফোটাতে ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশ পরিবারের এমন উদ্যোগ।

# সম্পাদকীয়

1 October, 2025 • Wednesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

## শিল্পপাঠ

বাংলার কিছু নির্বোধ রাজনীতিক আছেন যাঁরা অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে বোঝেন শুধুই বড় শিল্প। নিশ্চিতভাবে বড় শিল্প উন্নয়নের জন্য দরকার। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, ভারতের মতো বিশাল জনসংখ্যার দেশে উন্নয়ন শুধুই বড় শিল্প দিয়ে হতে পারে না। দরকার ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠী শিল্প। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়টা শুধু বোঝেন তা নয়, দেশের অন্য রাজনীতিকদের চেয়ে সবথেকে বেশি অনুভব করেছেন। তাই একদিকে যেমন বিজিবিএস-এর মাধ্যমে বড় এবং মাঝারি শিল্প বাংলায় নিয়ে আসছেন, পাশাপাশি গ্রামীণ স্তরে মানুষের রোজগার তুলে দিতে স্বনির্ভর গোষ্ঠী থেকে শুরু করে একের পর এক নতুন প্রকল্প তৈরি করেছেন। যাতে গ্রামীণ অর্থনীতি প্রতিদিন চাঙ্গা হচ্ছে। একটু লক্ষ্য করলে দেখবেন, এখন আর গ্রামের মানুষ কাজের জন্য শহরে আসে না। বরং শহরের রাস্তায় ভিন রাজ্যের শ্রমিকদের বেশি দেখা যায়। কয়েক বছর আগে কোভিড সময়ের কথা মনে আছে? তখন দেশের মানুষের কাছে অন্ন পৌঁছে দেওয়াই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পরিস্থিতি মানুষ ছবিতে দেখেছে। কিন্তু বাংলায় চিত্রটা একেবারে অন্যরকম ছিল। মুখ্যমন্ত্রী মানুষের হাতে অর্থ পৌঁছে দিয়েছিলেন যা অর্থনীতিকে শুধু চাঙ্গা রাখেইনি, একটা অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটতে দেননি। ফলে যাঁরা শিল্প কথার অর্থ বোঝেনই না, তাঁদের বলব বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে থেকে শিল্পপাঠ নিয়ে যান।

## e-mail থেকে চিঠি

## শুভ শারদীয়া

আজ নবমী যাপন,
ছন্দে ছন্দে গানে গানে ভরিছে গগন।
আজি এ প্রভাত রৌদ্র দীপ্ত ঝলমল,
দীঘিতে ফুটেছে কমল।
পাখিরা মেলেছে ডানা,
বহিছে মুক্তির হাওয়া।
কাশবনে লেগেছে দোলা,
জগৎ জননী দেবী দুর্গার ওই মন্ত্রধ্বনি যায় শোনা।

তারপর কী হবে? সকাল হবে। সূর্য উঠবে। পাখি গান গাইবে। নদী বইবে। এমন সময় শঙ্খ বাজবে। দেবী বিসর্জিতা হবেন। পৃথিবী ধূসর হলেও মঙ্গলময় হয়ে উঠবে আনন্দধারায়। তখনও বাতাসে হিল্লোল থাকবে। ক্লান্ত মেঘ শুধু ক্লান্তিতে ভরা। বর্ষণে তাদের নেই কোনও তাড়া। মনে হয় তারা পথহারা একা একা। শরতের আকাশে হিমের পরশ রচনা করে। শিশির ভেজা ঘাসে তার পত্র লেখা। আসছে বছরের জন্যে অপেক্ষা করা। এখনও ফুরোয়নি ছুটি ছুটি শুধু ছুটি। ছুটিতে ছেলেদের শুধু ছোটাছুটি শিউলি বনে। তখন পুজোর গন্ধ লাগে বাতাসে। দেবী মর্ত্য থেকে স্বর্গে পা রাখবেন। মৃন্ময়ী থেকে চিন্ময়ী রূপে দেবী পূজিতা হলেন। ভাবনায়, কল্পনায়, রূপায়ণে দেবী চিত্রে চিত্রিত হলেন। শিল্প ব্যঞ্জনায় সজ্জিতা হলেন। শরতের আবহে দেবী জগৎ জননী শারদীয়। পুজো একরাশ আনন্দ দান করে। সুখ দুঃখের গল্প করে। ফ্লাশ ব্যাক হয়ে ছোটবেলার স্মৃতি ফিরে আসে, কৈশোরের প্রেম আসে, অতীতের-মন-খারাপ-কথা গল্প বলতে আসে। পুজো এলেই তারা আসে। মনে হয় অবসরের কোনও ক্লান্তি নেই। পুজো শেষ হলে মনে হয় পুজো শুধু পুজোর জন্যেই হয়। তখন শূন্য মণ্ডপ, কাপড়, বাঁশ, কাঠ, বাসি ফুল পড়ে থাকে। হইচই আর নেই, শুধু শূন্যতা। খাঁ খাঁ করে ওঠে মন। অপেক্ষা করে মন সারা বছরের জন্যে। তাই পুজো মানে এক দীর্ঘ মানসিক শক্তির পরীক্ষা। পুজো মানে শুধু ধূপ, ধুনো মন্ত্রোচ্চারণ নয়, ভক্তি ভালবাসার নৈবেদ্য। আসছে বছর আবার হবে। দেবী চলে যাচ্ছেন নীলকণ্ঠ পাখির সঙ্গে কৈলাসে উড়ে কিন্তু সামনের বছরে আবার তিনি ফিরে আসবেন দোলা চেপে। স্বপ্নের রথ চেপে একরাশ ভালবাসার ঝুলি নিয়ে। তাই কাল দেবীর ভাসানে অবসান নয়, সূচনা বলা যায়। তিনি ফিরে আসেন ভাসানের গানে বিসর্জনের আবহে। তখন ধরণী মেতে ওঠে দেবীকে স্বাগত জানাতে। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন— এই ধারণায় ত্রিকাল নয়নী, ত্রিভুবন বিজয়িনী দেবী দুর্গার জন্ম। শক্তি আর সৌন্দর্যে তিনি অনন্যা, কখনও তিনি শতরূপা। ভয় আর ভক্তিতে দেবী পূজিতা হন এই ধরাধামে। দেবী মহামায়ার কৃপা এমনই হয় ।

—সুবল সরদার, মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

# দেবীর পুজো যেখানে হয়ে ওঠে দেশের পুজো

আজ নবমী। আজকের নিশিটুকুকে থেকে যাওয়ার জন্য বাঙালির অনন্ত আকুতি। আজকের দিনে তাই দেখে নেওয়া কীভাবে দুর্গাপূজা দেশ মাতৃকার আরাধনার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়, সেই রসায়ন। লিখছেন **দেবু পণ্ডিত**

বারোয়ারি পুজোর একটা মজা আছে। স্থানিক সর্বজনীনতা ঝেড়ে বাড়তে বাড়তে সে পুজো যে কখন দেশের আত্মার সঙ্গে জুড়ে যায়, জাতীয় বোধের সঙ্গে অন্বয় ঘটে তার, টেরই পাওয়া যায় না।

এরকমটাই ঘটেছিল বাগবাজার সর্বজনীন দুর্গাপুজোয়।

বিশাল প্রতিমা, বিরাট মুকুট। একচালার ঠাকুরের রাজকীয়তা। এই ঠাকুর না দেখলে কলকাতার মন ভরে না। এটুকু জানা কিংবা বলায় বাগবাজার সর্বজনীন নিয়ে সব কথা বলা হয়ে যায় না। উত্তর কলকাতার গঙ্গাপাড়ের একটা পুজো কী করে বঙ্গজীবনস্মৃতি ও সত্তার অংশ হয়ে উঠল, সে কথা আলোচিত, পুনরালোচিত, পুনঃ পুনঃ বিবৃত না হলে, বাগবাজার সর্বজনীন দুর্গোৎসব বুঝি অনালোকিত থেকে যায়।

বিশ শতক-শুরুর উত্তর কলকাতা। তখন দুর্গাপূজা করতেন মূলত পয়সাওয়ালা 'বাবু'রা। সে ছিল যত না পূজা, তারও বেশি টাকার গরম আর আভিজাত্যের গুমোর দেখানোর উৎসব। পুজোর ক'টা দিন ধনীর ঘরে গরিব মানুষকে খাওয়ানোয় যত না সেবার মিষ্টি, তার চেয়ে ঢের বেশি অহমিকা আর হামবড়াইয়ের ঝাল। এমনই এক বাবুর পুজোয় একবার অপমানিত হয়ে প্রসাদ না পেয়েই ফিরে গিয়েছিলেন এলাকার কিছু মানুষ। তার পরেই ঠিক হয়, সবাই মিলে দুর্গাপুজো করবেন, যেখানে উঁচু-নিচু ভেদ থাকবে না। ১৯১৮ সালে এই সিদ্ধান্ত, ১৯১৯-এই শুরু হল পুজো; কাছেই নেবুবাগানে। স্থান-নাম অনুযায়ী পুজোর নাম হল 'নেবুবাগান বারোয়ারী'। ১৯২৬-এ এই 'নেবুবাগান বারোয়ারী'ই নাম পাল্টে হল 'বাগবাজার সর্বজনীন দুর্গোৎসব'।

১৯৩০-এ সলিসিটর দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে হয় পুজোর রেজিস্ট্রেশন। দুর্গাপুজোর সঙ্গে 'প্রদর্শনী' চালু করার ক্ষেত্রেও তাঁরই ভূমিকা। তখন শিল্পে স্বদেশি জোয়ার, দেশজ শিল্পের উন্নতিকল্পে বিবিধ প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন দুর্গাচরণ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ যাঁকে বলতেন 'মুকুটহীন রাজা'। আজকের পুজো-লাগোয়া মেল আসলে স্বদেশি শিল্প প্রদর্শনীরই রূপান্তর। সেদিন থেকে বাগবাজারের মাতৃ-আরাধনা আধ্যাত্ম বোধের সঙ্গে দেশাত্মবোধ-মেশানো কর্মযোগের উদযাপন।

কত যে বড় বড় মানুষের নাম জড়িয়ে বাগবাজারের পুজোর সঙ্গে! চিত্তরঞ্জন দাশ তখন কলকাতার মেয়র, তাঁরই সহায়তায় পাওয়া গেল কর্পোরেশনের মেটাল ইয়ার্ড, পুজোর আগে-পরে মিলিয়ে ৩০-৪০ দিনের জন্য। সেই থেকে সেখানেই পুজো চলেছে। পুজোর সভাপতি-তালিকায় শুরুতেই দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি ছিলেন ১৯৩০-৩৩। দু'দফায় সভাপতি ছিলেন স্যর হরিশঙ্কর পাল, প্রেসিডেন্সি কলেজের এই ছাত্রটি বাবা বটকৃষ্ণ পালের ওষুধের ব্যবসা সামলেছেন, তিরিশ না পেরোতে ইউরোপ গিয়েছেন, টানা ২৪ বছর কলকাতা কর্পোরেশনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৪০-৪২ সভাপতি কুমার বিশ্বনাথ রায়, দেশব্রতী, শিক্ষা ও খেলাধুলোর উন্নতিতে অকুণ্ঠ দাতা, তদুপরি সাংবাদিক-সম্পাদক। সবচেয়ে জ্বলজ্বলে নাম সুভাষচন্দ্র বসু— ১৯৩৮-৩৯ সালে বাগবাজারের পুজোর সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৮-এর প্রদর্শনীতে সার্টিফিকেট অব মেরিট পেয়েছিল 'ক্যালকাটা কলাপসিবল গেট কোম্পানি লিমিটেড', সুভাষচন্দ্রের সই-করা সেই শংসাপত্রের কপি আজও সযত্নে রাখা আছে পুজোকর্তাদের কাছে। এই বাগবাজার থেকেই আধুনিক রসগোল্লার যাত্রা শুরু, রসগোল্লার দুই প্রাণপুরুষ, নবীনচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র দাশের সুযোগ্য উত্তরসূরি সারদাচরণ দাশ পুজোর সভাপতি ছিলেন ১৯৬১-৬৫।

অষ্টমীর দিনটা বাগবাজারের পুজোয় 'বীরাষ্টমী'। এই বীরাষ্টমী যত না শাস্ত্রবিহিত, তারও বেশি জাতীয়তাবোধ আর দেশপ্রেমের গন্ধমাখা।

স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে স্বদেশি হাওয়ায় অষ্টমীর সকালে এই পুজোর মাঠে লাঠিখেলা, ছুরি খেলা, কুস্তির মতো দেশজ খেলা হত। সাহেবরাই শক্তিমান, বাঙালি ভীরু, দুর্বল, এই বিশ্বাস ভাঙতেই বীরাষ্টমীর উদযাপন। বীরাষ্টমীর দিন জনতার ভিড়ে মিশে যেতেন অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী সদস্যরাও। জনসংযোগের এমন সুযোগ হারাতে চাইতেন না তাঁরা।''

এই পুজোর 'উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি' তালিকাও জাতীয়তাবাদের তারায় তারায় খচিত। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় থেকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। পুজোর সমাপ্তি অনুষ্ঠানেও নানান বছরে সভাপতিত্ব করেছেন সুভাষচন্দ্র বসু থেকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। সবাই জাতীয়তাবাদী, ব্রিটিশ বিরোধী মুক্তি আন্দোলনের সৈনিক, পরোক্ষ ভাবে নয়, প্রত্যক্ষ কার্যক্রমের সূত্রেই।

শুধু তাই কলকাতার বারোয়ারি পুজোর সাবেকিয়ানা নয়, ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লবের আঁতুড়ঘরও বাগবাজার সর্বজনীন।

একই কথা প্রযোজ্য সিমলা ব্যায়াম সমিতির পুজোর সম্পর্কেও। সিমলা ব্যায়াম সমিতির দুর্গাপুজো আসলে স্বামী বিবেকানন্দের পাড়ার পুজো।

১৯২৬ সালে সর্বসাধারণের জন্য দুর্গাপুজোর সূচনা করেছিলেন বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বসু সিমলা ব্যায়াম সমিতির মাঠে। স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ির এলাকায়।

সিমলা ব্যায়াম সমিতির হাত ধরেই প্রথম এ শহরে প্রচলন হয় সর্বজনীন পুজোর। এই ক্লাবটি ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ঘাঁটি। এখনে শরীরচর্চা, লাঠি খেলা, ছুরি খেলা ইত্যাদির অনুশীলন করতেন বিপ্লবীরা।

১৯২৬-এর ২ এপ্রিল 'বীরাষ্টমী' উৎসব উপলক্ষে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যায়াম সমিতি। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে পিতা অতীন্দ্রনাথ ও পুত্র অমর বসু একসঙ্গে পাঁচ বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য।

এখানে বলা দরকার, অতীন্দ্রনাথ বসুদের নিজেদের বাড়িতেও দুর্গোৎসব পালিত হত মহাসমারোহে। কিন্তু নিমন্ত্রিত ছাড়া কারওর অধিকার ছিল না বাড়ির পুজোয় প্রবেশ করার। সেই বিধিনিষেধ ভাঙার জন্যই অতীন্দ্রনাথ নিয়ে আসেন সর্বজনীন পুজোর পরিকল্পনা। যাতে জাত-ধর্মের পরোয়া না করে, আর্থিক বৈষম্যকে অস্বীকার করে সর্বস্তরের মানুষ একত্রিত হতে পারে শারদীয় পুজোর আয়োজনে। পাশাপাশি আর একটা কারণ।

স্বাধীনতা সংগ্রাম তখন তুঙ্গে। বাংলার যুবক-যুবতী শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে ব্রিটিশ সিংহের বিরুদ্ধে। অসুরদলনী মা দুর্গা যেন হয়ে উঠলেন স্বাধীনতাকামী মানুষের স্পর্ধার মূর্তরূপ। প্রথম বছরের পুজোতে সেই চেতনাকে বাস্তব চেহারা দিল ব্যায়াম সমিতি। জাতীয়তাবাদী উন্মাদনার প্রতিকৃতিকে দর্পের সঙ্গেই সকলের সামনে প্রতিষ্ঠা করল তারা। পলাশির যুদ্ধ থেকে সিপাহি বিদ্রোহ পর্যন্ত ভারতের মুক্তি আন্দোলনের অসংখ্য ঘটনাকে তুলে ধরা হল পুতুল ও পোস্টারের মাধ্যমে। যার শিরোনামে থাকত বিভিন্ন উক্তি। যেমন, 'রক্তাম্বুদি আজি করিয়া মন্থন তুলিয়া আনিব স্বাধীনতার ধন', কিংবা 'বাহুতে তুমি মা শক্তি হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে'। আরেকটি মূর্তির উপরে পোস্টারে লেখা ছিল, 'সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়তে হবে'। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে ছিল বাঘা যতীনের লড়াই, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, কোহিমার যুদ্ধের মতো ঐতিহাসিক ঘটনা। ব্রিটিশ পুলিশের চোখের সামনে দিয়েই প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ নিয়ে যেত স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজমন্ত্র। 'অন্নকূট' অনুষ্ঠানেও নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন স্বয়ং সুভাষচন্দ্র বসু। এছাড়াও তাঁর দাদা শরৎচন্দ্র বসু, বিবেকানন্দের ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিত্ব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে ছিলেন ব্যায়াম সমিতির সঙ্গে।

১৯৩০ সালে নারায়ণচন্দ্র দে ও ভূপাল বসু বোমা মারলেন অত্যাচারী পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টের গাড়ি লক্ষ্য করে। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেলেন টেগার্ট। ধরা পড়ে গেলেন দুই বিপ্লবী। শুরু হল বিখ্যাত ডালহৌসি স্কোয়ার বোমা মামলা। ঘটনাচক্রে নারায়ণচন্দ্র দে ছিলেন সিমলা ব্যায়াম সমিতির গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক। ফলে কোপ এসে পড়ল তাঁদের উপরেও।

ব্রিটিশ সরকার ১৯৩২ সালে এই ক্লাবকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। সে বছর ৭ অক্টোবর আদালত থেকে বেআইনি করে দেওয়া হয় সমিতিকে। ব্যায়ামের যাবতীয় সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয় মূল দরজায়। পুজোও বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৯৩৪ সালে নিষেধাজ্ঞা উঠলে ফের পুজো শুরু হয়। তখন এর সভাপতি হন সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯৩৬-এর সংবাদপত্রের প্রতিবেদন জানাচ্ছে, দুর্গাপুজোর প্রত্যেক দিন তিন হাজার মানুষের সমাগম হয়েছিল এখানে। জাতপাত নির্বিশেষে অঞ্জলি দেওয়া হয় অষ্টমী তিথিতে।

কয়েক বছর পরে এখানে একচালার বদলে শুরু হয় পাঁচচালার পুজো। সংশয় প্রকাশ করেছিলেন অনেকেই, হয়েছিল সমালোচনাও। কিন্তু অতীন্দ্রনাথের পরিষ্কার উত্তর, "মার পূজার ধ্যানে কোথায় আটকাচ্ছে?" তারপর শিল্পী নিতাই পালকে ডেকে সংস্কৃত শ্লোকের মাধ্যমে তুলে ধরেন নতুন মাতৃপ্রতিমার শাস্ত্রীয় যুক্তি।

ইতিহাস বলছে, কলকাতার সর্বপ্রথম বারোয়ারি দুর্গাপূজা ভবানীপুরের বলরাম বসু ঘাট রোডের ভবানীপুর সনাতন ধর্মোৎসাহিনী সভার পুজো, শুরু ১৯১০ সাল। তারপর ১৯১১ সালে শ্যামপুকুর আদি সর্বজনীন, ১৯১৩ সালে শিকদার বাগান, ১৯১৯ সালে নেবুবাগান, যা বর্তমানে বাগবাজার সর্বজনীন এবং ১৯২৬ সালে সিমলা ব্যায়াম সমিতি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

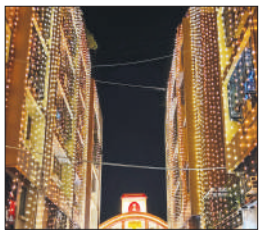

এন্টালি সানরাইজ এস্টেটের পুজোমণ্ডপ ও আলোকসজ্জা



# রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ, লেন্সবন্দি মহাষ্টমীর নানা মুহূর্ত

■ শোভাবাজার রাজবাড়ির পুজোয় মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা।

■ অষ্টমীতে সন্ধিপুজোয় মায়ের কাছে প্রার্থনায় শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীরামপুর স্টেশন সংলগ্ন আরএমএস ময়দানে।

■ মধ্য হাওড়ার ১৯ নং ওয়ার্ডে জাগোবাংলা-র স্টলে মন্ত্রী অরূপ রায়।

■ হুগলির জাঙ্গিপাড়ার রাজবলহাটে বস্ত্রদান। রয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

■ যুবনেতা কৈলাস মিশ্রর তত্ত্বাবধানে হাওড়া সদরের পুজোমণ্ডপগুলিতে মানুষের সাহায্যে 'অভিষেকের দূত' হিসেবে সবসময় উপস্থিত থাকছেন যুব তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা।

■ মহাষ্টমীর পুণ্যলগ্নে কলকাতা কলেজ স্কোয়ার সর্বজনীন দুর্গোৎসবের মণ্ডপে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা হাবড়ার বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক।

■ মহাষ্টমীতে হাওড়ার অন্নপূর্ণা ব্যায়াম সমিতির কুমারী পুজো।

■ উত্তর কলকাতার শ্রীমানি বাড়িতে মহাষ্টমীর সন্ধিপুজো।

■ মহাষ্টমীতে লেকউড এস্টেট প্রিমিয়াম ফেজ ২, পাটুলির প্রথম বছরের দুর্গাপুজোয় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতে ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশনার ড. অ্যান্ড্রু ফ্লেমিং। এছাড়াও ছিলেন পুজো কমিটির সভাপতি প্রিয়ব্রত হাজরা, চিফ প্যাট্রন কৌশিক রায়চৌধুরী, সম্পাদক নীলাদ্রি দাস প্রমুখ।

■ মাতৃ আরাধনা। সূর্যনিকেতন হাউসিং কমপ্লেক্সে আবাসিকবৃন্দের উদ্যোগে ২৮ বছর। পার্ক সার্কাসের মহেন্দ্র চ্যাটার্জি লেন।

■ বেলুড় মঠের কুমারী পুজো। মঙ্গলবার মহাষ্টমীতে।

■ বারুইপুর প্রগতি সংঘের ৩৩তম বর্ষের ভাবনা বিশ্বজয়ের উল্লাসে।

আমার বাংলা
1 October, 2025 • Wednesday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

## মুখ্যমন্ত্রীর অনুদানে রাজ্যের উচ্চতম জায়গায় পুজো

# দার্জিলিংয়ের রিম্বিকের মানুষ মাতলেন পার্বতীর আরাধনায়

**কায়েশ আনসারি • দার্জিলিং**

শান্ত, নিরিবিলি পাইন গাছঘেরা পাহাড়ের গ্রাম। দার্জিলিং থেকে আরও সাড়ে সাত হাজার ফিট ওপরে। রিম্বিক। কাঁসর, ঘণ্টা উলুধ্বনিতে রাজ্যের উচ্চতম জায়গা মেতে উঠেছে পার্বতীর আবাহনে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুজোর অনুদান পৌঁছে গিয়েছে পাহাড়ের এই ছোট্ট গ্রামটিতেও। প্রতিষ্ঠিত মন্দির, তার দেওয়ালে সিংহবাহিনীর মাটির মূর্তি তৈরি করা হয়েছে। পুজো উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, এত উঁচুতে প্রতিমা নিয়ে আসা যায় না, তাই মন্দিরের দেওয়ালেই রং করে তাতে মাটির তৈরি প্রতিমার আকার দেওয়া হয়। এখানে মা দশভুজা নন, চার হাতে সজ্জিত অস্ত্র। পর্বতের মেয়ে পার্বতী রূপ। দশ দিন ধরে চলে মায়ের আরাধনা। নিষ্ঠাভরে হয় পুজো। নেপালি সম্প্রদায়ের মানুষ এই আয়োজন করেন। জাগ্রত এই পাহাড়ি মাকে দর্শন করতে আসতে হবে উচ্চতম রিম্বিকে। বাইরে ছিমছাম প্যান্ডেলে নজরকাড়া আলোকসজ্জা। আন্তরিকতার ছোঁয়া। রিম্বিককে দার্জিলিংয়ের ট্রেকিং রুটের গেটওয়ে বললেও ভুল হবে না। শ্রীখোলার খুব কাছেই অবস্থিত এই পাহাড়ি গ্রাম। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার একটি শৈলশহর, যা মূলত মানেদারা ও গুরদুমের কাছাকাছি অবস্থিত। এটি তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, পাইন ও ধুপি গাছে ঘেরা পরিবেশ এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার জন্য বিখ্যাত। হিমালয়ে ট্রেকিংয়ের গেটওয়ে রিম্বিক দার্জিলিং শহর থেকে প্রায় ৫৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। খুব কাছেই ইন্দো-নেপাল সীমান্ত। সান্দাকফু, ফালুট, লস্ট ভ্যালির মতো বিভিন্ন ট্রেকিং রুট ছুঁয়ে গিয়েছে রিম্বিক হয়ে। চারদিক সবুজ পাহাড়ে ঘেরা জায়গা। শীতে রুক্ষ হলেও বসন্তে ফুলে সেজে ওঠে গোটা গ্রাম। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে পাহাড়ের কোলের এই গ্রামটি শামিল হতে পেরেছে উৎসবে। পার্বতীর আরাধনার মধ্যেই তাই মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানালেন উদ্যোক্তারা। তাঁরা বললেন, এই গ্রামের পুজোয় এলেই বোঝা যায় ধর্ম যার যার উৎসব সবার, যা মুখ্যমন্ত্রী বলে থাকেন। পাহাড়চূড়ায় পার্বতীর আবাহন একমাত্র সম্ভব হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর জন্যই, তাঁকে ধন্যবাদ।

## যুব তৃণমূলের মানবিক উদ্যোগ

**সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি :** জেলা যুব তৃণমূলের মানবিক উদ্যোগ। বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের ঠাকুর দেখাল তৃণমূল। জেলার ১৬টি সাংগঠনিক ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের একত্রিত করা হয়। যুব তৃণমূল জেলা সভাপতি রামমোহন রায় নিজে তাঁদের নিয়ে মণ্ডপে যান। অনেককে কোলে তুলে নিয়ে তিনি মায়ের দর্শন করান, এমন দৃশ্য দেখে আবেগে ভেসে যান সাধারণ মানুষ থেকে পূজা উদ্যোক্তারা। রামমোহন রায় বলেন, "মা দুর্গা সবার মা। সমাজের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের দায়িত্ব। আজ তাঁদের হাসি দেখে মনে হচ্ছে আমাদের এই উদ্যোগ সফল। আগামী দিনেও তৃণমূল কংগ্রেস তাঁদের পাশে থাকবে।" পুজো উদ্যোক্তারা এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, এর ফলে সমাজের প্রান্তিক মানুষরাও উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নিতে পারলেন।

■ বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের প্রতিমা দর্শন করালেন যুব তৃণমূলের সদস্যরা।

## দর্শনার্থীদের জন্য দলের বিশেষ ব্যবস্থা

**সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ :** দুর্গাপুজো উপলক্ষে দর্শনার্থীদের জন্য হেমতাবাদে জলসত্র ও প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হল। সপ্তমী থেকে হেমতাবাদ ব্লক সদর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে জলসত্র ও প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র শুরু হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল, হেমতাবাদের বিধায়ক তথা রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন, হেমতাবাদ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আশরাফুল আলি, সহসভাপতি মজিবুর রহমান, ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শাহাজান আলি-সহ অন্যান্যরা। একইভাবে রায়গঞ্জের পঞ্চানন বর্মা মোড়ে দুর্গাপূজায় আগত দর্শনার্থীদের জন্য সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত সন্ধে ৭টা থেকে রাত ২টো অবধি থাকছে জলসত্র এবং প্রাথমিক চিকিৎসার শিবির। ভিড়ের চাপে কিংবা গরমে প্যান্ডেল হপিং করতে এসে ক্লান্ত হয়ে পড়া মানুষদের জন্য রয়েছে ঠান্ডা পানীয় জল।

■ হেমতাবাদের শিবিরে সত্যজিৎ বর্মন, কানাইয়ালাল আগরওয়াল।

# ছত্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে প্রথা মেনে কুমারী পুজো

**সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ :** মহাষ্টমীতে রায়গঞ্জ ব্লকের ছত্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে প্রথা মেনে অনুষ্ঠিত হল কুমারী পুজো। এদিন ভক্তরা বিভিন্ন এলাকা থেকে পুজো দেখতে উপস্থিত হয়েছিলেন ছত্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে। মঙ্গলবার অষ্টমী পুজো শেষ হতেই শুরু হয় কুমারী পুজো। এবারের পুজোয় কুমারী হয়েছেন রায়গঞ্জের বাসিন্দা কিশোরী বর্ণিতা চক্রবর্তী। এদিন মৃন্ময়ী প্রতিমার সামনে দেবীজ্ঞানে পুজো করা হয় কুমারী বর্ণিতাকে। পুজো শেষে ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে মিশনের তরফে। ছত্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী পরেশাত্মানন্দজি মহারাজ বলেন, রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের রীতি

মেনেই এখানে অষ্টমী পুজো এবং কুমারী পুজো সম্পন্ন হয়েছে। এখানে বিকেল পাঁচটা বেজে ৪১ মিনিট নাগাদ সন্ধিপুজো অনুষ্ঠিত হবে। কুমারী পুজো দেখতে এখানে প্রচুর মানুষ ভিড় করেন।

কুমারী পুজো কখন এবং কেন করা হয়?

নবরাত্রির অষ্টমী তিথিতে (অষ্টমী) বিশেষভাবে কুমারী পুজো করা হয়। এই দিনে, নয়দিন ধরে দেবী দুর্গার নয়টি রূপের মধ্যে কুমারী স্বরূপা শক্তির পুজো করার পর, দেবীর পূজা করা হয়। বিশ্বাস করা হয় যে এই দিনে মেয়েদের সেবা করলে ঘরে সুখ, সমৃদ্ধি এবং শান্তি আসে। ২০২৫ সালের শারদীয়া নবরাত্রি শুরু হয় ২২ সেপ্টেম্বর। ২০২৫ সালের শারদীয়া নবরাত্রি অষ্টমী তিথি ৩০ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার। এই দিনে কুমারী পূজা করা হয় এবং দেবী দুর্গার উদ্দেশ্যে হালুয়া ও পুরি নিবেদন করা হয়।

## উত্তর থেকে দক্ষিণে অষ্টমীর রাত

■ বারাসতের ১৩ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর ডাঃ সুমিতকুমার সাহার বাড়ির মাতৃপ্রতিমা।

■ রায়গঞ্জের বিধাননগর বারোয়ারি পুজো কমিটির থিম জীবন যুদ্ধ।

■ কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে নিয়ম মেনে অষ্টমীর পুজো।

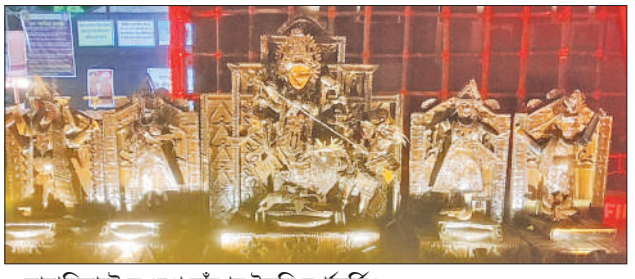

■ মাদারিহাটে মণ্ডপে বাঁশের তৈরি দুর্গামূর্তি।

■ মহাষ্টমী উপলক্ষে মণ্ডপে ভিড় শিলিগুড়িতে।

■ বালুরঘাট সংকেত ক্লাবের চোখ জুড়ানো প্রতিমা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এমার্জেন্সি অ্যালার্ট দিল্লি বিমানবন্দরে। মঙ্গলবার সকালে মুম্বই থেকে দিল্লিগামী ইন্ডিগোর উড়ানে ছড়িয়ে পড়ে বোমাতঙ্ক। বিমান উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। তারই জেরে সকাল ৮টা নাগাদ দিল্লি বিমানবন্দরে বোমাতঙ্ক। যাত্রীদের বিমানবন্দর ছাড়তে বারণ করা হয়

# দেশ বিদেশ





## মৌলিক অধিকারের দাবিতে এককাট্টা বিক্ষোভে উত্তাল পাক অধিকৃত কাশ্মীর

**রাওয়ালকোট (পিওকে) :** বেশ কিছুদিন আগেও বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছিল পাক অধিকৃত কাশ্মীর। কিন্তু গত কয়েকদিনে পাক সরকারের বিরুদ্ধে যেভাবে ফুঁসে উঠেছে সেখানকার আমজনতা, এমন রূপ বোধহয় আগে দেখা যায়নি কখনও। বিক্ষোভে উত্তাল রাওয়ালকোট, মীরপুর, কোটলি, নীলম ভ্যালি-সহ বিভিন্ন এলাকায়। রাস্তায় নেমে লাখো জনতা স্লোগান দিচ্ছে শাহবাজ সরকারের বিরুদ্ধে। মৌলিক অধিকারের দাবিতে কার্যত অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে পাক অধিকৃত কাশ্মীর। অনির্দিষ্টকালের জন্য ডাক দেওয়া হয়েছে বন্‌ধের। পুলিশ দিয়ে অবস্থা সামাল দিতে হিমশিম প্রশাসন সেনাবাহিনীর সাহায্য চেয়েছে। সেনার সঙ্গে মারমুখী জনতার সংঘর্ষে এখনও

### সেনার সঙ্গে সংঘর্ষে হত ২ অনির্দিষ্টকালের বন্‌ধের ডাক

পর্যন্ত দু'জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। জখম বহু। সোমবার সকাল থেকেই পরিস্থিতি ক্রমশ হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে প্রশাসনের। বিভিন্ন জায়গায় দফায় দফায় তুমুল বিক্ষোভ। সেই সঙ্গে জনসমাবেশও। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দিচ্ছে নাগরিক সংগঠনগুলোকে নিয়ে তৈরি হওয়া আওয়ামি অ্যাকশন কমিটি।

৩৮ দফা দাবির ভিত্তিতে এই বিক্ষোভ। আওয়ামি অ্যাকশন কমিটির দাবি, কাশ্মীরের শরণার্থীদের জন্য পাক অধিকৃত কাশ্মীরের আইনসভায় যে ১২টি আসন নির্দিষ্ট করা হয়েছে তার অবলুপ্তি চাই।

### বালুচিস্তানে বিস্ফোরণে হত ১৩

■ বালুচিস্তানের কোয়েটায় মঙ্গলবার সকালে এক ভয়ঙ্কর বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১৩ জনের।

## বিহারের চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় বাদ ৪৭ লক্ষ

**পাটনা :** বিজেপির চোখের ইশারায় বিহারে নির্বাচন কমিশনের যোগ-বিয়োগের খেলা অব্যাহত। এবার আরও রহস্যজনক পদক্ষেপ কমিশনের। ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনের পরে দেখা যাচ্ছে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়। বিহারের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ল ৪৭ লক্ষ ভোটারের নাম। এসআইআর শুরুর আগে বিহারে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৭.৮৯ কোটি। এখন তা দাঁড়াল ৭.৪২ কোটি। লক্ষণীয়, জুনে এসআইআর শুরুর পরে অগাস্টে প্রকাশিত হয়েছিল খসড়া ভোটার তালিকা। তাতে নাম বাদ গিয়েছিল ৬৫ লক্ষ মানুষের। সারা দেশে তোলপাড় পড়ে গিয়েছিল তা নিয়ে। বিজেপি-কমিশনের চক্রান্তে ভোটচুরির অভিযোগে সংসদের ভেতরে বাইরে সোচ্চার হয়েছিল তৃণমূল-সহ বিরোধীরা। এবারে খসড়া তালিকায় না থাকা ২১ লক্ষ ৫৩ হাজার নাম জুড়ল চূড়ান্ত তালিকায়। বাদ পড়ল ৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ভোটার। যদিও কমিশনের দাবি, তাঁরা সকলেই মৃত অথবা অবৈধ ভোটার, কিন্তু এরমধ্যেও কারচুপির গন্ধ পাচ্ছে বিহারের সাধারণ মানুষ।

## ঢাকায় ভারতীয় ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু

**ঢাকা :** ঢাকায় আদ্-দ্বীন মোমিন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ১৯ বছরের এক ভারতীয় মেডিক্যাল ছাত্রীর রহস্যমৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। জানা গেছে ওই ছাত্রীটির নাম নিদা খান। বাড়ি রাজস্থানের ঝালওয়ারে। শনিবার হস্টেলের ঘর থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা হলেও সহপাঠীদের অভিযোগ, এটা খুনের ঘটনা। তদন্তকারীরা অবশ্য দ্বিধায়। অল ইন্ডিয়া মেডিক্যাল স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে বিদেশ মন্ত্রকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। দেহ ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি যথাযথ তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে।

## বাংলাদেশের পুজোর থিমে নারী-নির্যাতন বন্ধের আহ্বান

**রাজশাহী :** ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে সংখ্যালঘু নির্যাতন, বিশেষ করে নারী নির্যাতনের অভিযোগ আসছে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। মহিলাদের উপরে নির্যাতন বন্ধ করতে যখন ব্যর্থতার অভিযোগ উঠছে প্রশাসনের বিরুদ্ধে, ঠিক তখনই পুজোর থিমের মাধ্যমে এবারে ডাক দেওয়া হল নারী-নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার। রাজশাহীর শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণদেব বিগ্রহ মন্দিরে দুর্গাপুজো মণ্ডপে এবারে এটাই বিশেষত্ব। থিমের মাধ্যমে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে গণজাগরণের প্রয়াস। ছবি এবং স্লোগানের মাধ্যমে। লেখা

রয়েছে, সুনিশ্চিত হোক নারী নিরাপত্তা, থেমে না যাক তাদের স্বপ্নযাত্রা। গ্রাম থেকে শহর প্রতিটি পথে, নিরাপদ চলুক নারী দিন-রাতে। রাজশাহী শহরের মালোপাড়ার এই দুর্গাপুজোয় এবারে এক ব্যতিক্রমী মাত্রা। নারীদের জীবন, সংগ্রাম এবং সম্মান নিয়ে দেওয়া হয়েছে শক্তিশালী সামাজিক বার্তা। জনমত গঠন করা হচ্ছে কন্যাভ্রূণ হত্যা, ইভটিজিং, বয়স্ক নারীকে উপেক্ষার বিরুদ্ধেও। তুলে ধরা হয়েছে নারীর একাকিত্বের যন্ত্রণা। উঠেছে স্লোগান, নিপীড়নের কষ্ট, বলতে পারি না স্পষ্ট।

## সিনেমায় ১০০% শুল্ক

**ওয়াশিংটন :** আবার ভারতের উপরে কোপ মার্কিন প্রেসিডেন্টের? এবার বিদেশি সিনেমার উপরে ১০০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর কথা ঘোষণা করলেন ট্রাম্প। হুঁশিয়ারিটা অবশ্যটা দিয়েছিলেন গত মে মাসেই। লক্ষণীয়, ভারতের অধিকাংশ সিনেমারই মার্কিন মুলুকে চাহিদা বেশ। বলিউডের হিন্দি ছবি এবং দক্ষিণ ভারতের ছবি বিদেশের বাজার থেকে যা আয় করে তার ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশই আসে আমেরিকা থেকে।

■ নয়ডা সপ্তর্ষি সংঘের পুজোয় শুভেচ্ছা বিনিময়

## উৎসবে মেতেছে বাংলা

(প্রথম পাতার পর)

কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণে বাগবাজার, হাতিবাগান সর্বজনীন, টালা প্রত্যয়, কাশী বোস লেন, নলিন সরকার স্ট্রিট, শিকদার বাগান থেকে দেশপ্রিয় পার্ক, চেতলা অগ্রণী, সুরুচি সংঘ, বালিগঞ্জ কালচারাল, ত্রিধারা সম্মিলনীর মতো নামজাদা পুজোর মণ্ডপগুলিতে প্রতিমুহূর্তে লক্ষ মানুষের ভিড়ে তিল ধারণের জায়গাও নেই। জনস্রোত উপচে পড়ছে লেকটাউন, সল্টলেক থেকে বেহালা, হরিদেবপুরের পুজো মণ্ডপগুলিতেও।

তিথি অনুযায়ী, মঙ্গলে মহাষ্টমীর পুজো শেষে পুষ্পাঞ্জলি। সকাল থেকে কলকাতায় রোদ-ঝলমলে নির্মেঘ আকাশ। কিন্তু নতুন পাটভাঙা শাড়ি-পাঞ্জাবিতে সেজেগুজে অঞ্জলি দিতে দিতেই আকাশ কালো করে ধেয়ে এল বৃষ্টি-দানব। যদিও উৎসবে মাতোয়ারা বাঙালির তাতেও 'কুছ পরোয়া নেহি'। অঞ্জলি শেষে খিচুড়ি খেয়ে ভেজা শাড়ি-পাঞ্জাবিতেই শুরু আট থেকে আশির প্যান্ডেল হপিং। একডালিয়া এভারগ্রিনের মণ্ডপে তেমনই কাকভেজা এক তরুণ যুগলের কথায়, আবার রোদ উঠলে সব শুকিয়ে যাবে!

এদিন নিয়ম মেনে কুমারী পুজো দেখতে বেলুড় মঠেও জমে হাজার-হাজার মানুষের ভিড়। মঠের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা জায়ান্ট স্ক্রিনের সেই পুজো সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। আবার অষ্টমীর সন্ধ্যা নামতেই খেয়াল হল, এরপর হাতে মাত্র একটা দিন। তাই সবটুকু আনন্দ এখনই চেটেপুটে নিতে হবে। সেইমতো ফুচকা, মোমো, চাউমিন সাঁটিয়ে মানুষের ভিড় আছড়ে পড়ল শহর ও শহরতলির মণ্ডপগুলিতে। শ্রীভূমি, ভারতচক্র, তেলেঙ্গাবাগান, চোরবাগান, অর্জুনপুর আমরা সবাই, রাজডাঙা নব উদয়, সমাজসেবী, বেহালা নতুন দল, কেন্দুয়া শান্তি সংঘের মতো প্যান্ডেলগুলিতে ঠাকুর দেখার লাইনে ক্লান্তিহীন জনতার ঢল। শুধুই মুঠোফোনের ক্যামেরায় মুহূর্ত ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা। যত রাত বেড়েছে, ততই রং চড়েছে আলোকের মহোৎসবে। পথেঘাটে ঝলমলে আলোর রোশনাই, প্রাণোচ্ছল জনসমুদ্রে উৎসাহ-আনন্দ, খানাপিনা-আড্ডা, প্যান্ডেল থেকে সিনেমা দেখে হইচই-টইটই; সব মিলিয়ে জমজমাট মহাষ্টমীর কল্লোলিনী কলকাতা যেন পৃথিবীর অষ্টমাশ্চর্য!

## শাহকে কটাক্ষ অভিষেকের

(প্রথম পাতার পর)

এছাড়া পুজোমণ্ডপে বাংলার মহামানব কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। শক্তির আরাধনায় অশুভ শক্তির বিনাশ হোক, সৌন্দর্য এবং সৌভাগ্যের আলোয় আলোকিত থাকুক বাংলার ভবিষ্যৎ। মা দুর্গার কাছে এই প্রার্থনা আমার।

## ১ লক্ষ কোটি টাকা, পুজো অর্থনীতিতে বাংলার রেকর্ড

(প্রথম পাতার পর)

ব্যবসা ক্রমশ ছড়াচ্ছে, বিস্তৃত হচ্ছে। এর পিছনে মুখ্যমন্ত্রীর পরিকল্পনাকেই সর্বাগ্রে রাখছেন শিল্পীরা।

**পোশাক শিল্পে জোয়ার :** পোশাক শিল্পের ব্র্যান্ডেড কোম্পানিগুলির এখন ফার্স্ট চয়েজ বেঙ্গল। না, কোনও কথার কথা নয়, সংস্থাগুলি বিগত পাঁচ বছরে তাদের শাখা বাড়িয়েছে নয় নয় করে ৪২ শতাংশের বেশি। এবং লক্ষণীয় হল একটি সংস্থাও তাদের শাখা বন্ধ তো করেইনি, পরবর্তী শাখা কোথায় খোলা যায়, সেই ভাবনায় ব্যস্ত। সারা বছর বিক্রি তো আছেই, পুজোয় তা লাফিয়ে বেড়ে যায়। গতবারের তুলনায় তা বেড়েছে ১৫%। আয় বেড়েছে নয় নয় করে ১০ হাজার কোটির বেশি। প্রায় ৫ কোটি মানুষের পরোক্ষে আয় বাড়বে।

**রমরমা হস্তশিল্পীদের :** বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, নদিয়া থেকে শুরু করে উত্তরের জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারেও ঘরে বসে শিল্পীদের তৈরি করা গয়না-হস্তশিল্প এবারের পুজোর বাজারে সাড়া ফেলে দিয়েছে, বেড়েছে বিক্রি। বাড়তি রোজগার করছেন স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও কুটির শিল্পের সঙ্গে যুক্ত দেড় কোটির বেশি শ্রমিক-নারী। বণিকসভাগুলির তথ্য বলছে, এ-বছরও নতুন করে পুজোকেন্দ্রিক নানা শিল্পে হাজার হাজার যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থান হচ্ছে। প্রতিমার অঙ্গে শোলা বা ডাকের সাজের পরিবর্তে এখন আর্ট কলেজের ছাত্রদের ইমিটেশন বা ফেব্রিকের গয়না ও হস্তশিল্পের সামগ্রী বাংলার ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পকে স্বাবলম্বী করেছে। দেশ-বিদেশের অর্থনীতিবিদরা বলছেন, বাংলার কুটিরশিল্প বা হস্তশিল্পে বিপ্লব এসেছে পুজোকে কেন্দ্র করেই। রাজ্য সরকারের স্বনির্ভর গোষ্ঠী এই কাজে আরও ইন্ধন জুগিয়েছে। তাদের কাজের জিনিস অধিকাংশ কিনে নিচ্ছে। তারপর যাচ্ছে বাজারে। ফলে একদিকে গোষ্ঠীগুলিকে বিক্রির কথা ভাবতে হচ্ছে না, অন্যদিকে বাজারেও ব্যাপক বৈচিত্র্য যা চাহিদা তৈরি করছে প্রতিবারের বাজারে।

**চাঙ্গা গ্রামের অর্থনীতি :** মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিকল্পনার জেরে চাঙ্গা গ্রামীণ অর্থনীতি। একদিকে একাধিক জনহিতকর প্রকল্প, অন্যদিকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, যুবশ্রী-সহ ৮০টির বেশি প্রকল্পের জেরে মানুষের হাতে অর্থ এসেছে। গ্রামের বাজার চাঙ্গা হয়েছে। কেনাকাটা বেড়েছে। গ্রামীণ মুক্ত অর্থনীতিতে জোয়ার এসেছে। বাংলার নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, হাতে অর্থ এসেছে। বাংলার অর্থনীতি পাল্টাচ্ছে। বিশেষত গ্রামের।

**পুজো অনুদান :** পুজো অনুদান পুজোর অর্থনীতিকে আমূল বদলে দিয়েছে। পুজোর সংখ্যা লাফিয়ে বেড়েছে ২৫%। অনুদান কয়েক বছরে তিন-চারগুণ হয়েছে। পুজোর সঙ্গে জড়িত ডেকরেটর্স, থিম শিল্পী, জরি-থার্মোকলের শিল্পী, ছোট ব্যবসায়ী, লাইট, মাইক ব্যবসায়ীদের চাহিদা তুঙ্গে।

এই যে অর্থনীতির টান এটা একদিনে হয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিকল্পনা করে ধীরে ধীরে এই পরিস্থিতি তৈরি করেছেন। যার জেরে ২০২৪-এ যে পুজো-অর্থনীতির পরিমাণ ছিল ৭৫-৮০ হাজার কোটি টাকা, তা ২০২৫-এ বেড়ে এখনই ১ লক্ষ কোটি টাকা পেরিয়ে গিয়েছে। এটা একটা মাইলস্টোন। উৎসবকে কেন্দ্র করে অর্থনীতিতে বিপ্লবের পথ দেখালেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর সুচারু পরিকল্পনাতেই পুজো অর্থনীতি এবার ছাড়াচ্ছে এক লক্ষ কোটি টাকা।

মাঠে ময়দানে
1 October, 2025 • Wednesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজ জিতে ইতিহাস গড়ল নেপাল

# ট্রফি নিয়ে উত্তপ্ত বৈঠক, টেস্টের প্রস্তুতিতে গিলরা

**আমেদাবাদ, ৩০ সেপ্টেম্বর:** এশিয়া কাপ ফাইনালের ৪৮ ঘণ্টা পরেও ট্রফি নিয়ে উত্তাপ কমেনি। বরং আরও বাড়ল। মঙ্গলবার ভারত-পাকিস্তান বাদানুবাদে উত্তপ্ত হল এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) বৈঠক। আলোচনায় ভারতীয় বোর্ড কর্তা রাজীব শুক্লা পিসিবি প্রধান তথা এসিসি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভিকে বলেন, ট্রফি ও পদক আপনার পৈত্রিক সম্পত্তি নয়। আপনি তা হোটেলের ঘরে নিয়ে যেতে পারেন না। পাল্টা নাকভি বলেন, আমাকে মৌখিকভাবে জানানো হয়েছিল, ভারত ট্রফি নেবে না। লিখিত দেওয়া হয়নি। তাই আমি মঞ্চে ছিলাম। নিজেকে কার্টুন মনে হচ্ছিল। দু'জনের উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ে ট্রফি সমস্যার সমাধান হয়নি। পরে অন্য একটি বৈঠকে সমাধানসূত্র বের করার চেষ্টা চলবে বলে জানা গিয়েছে।

এশিয়া কাপ ফাইনালের বিতর্কিত মুহূর্ত।

এশিয়া কাপ বিতর্কের আবহের মধ্যেই টি-২০ থেকে টেস্ট মোডে ঢুকে পড়লেন শুভমন গিল, কুলদীপ যাদবরা। বৃহস্পতিবার আমেদাবাদে মোতেরা স্টেডিয়ামে গান্ধী জয়ন্তীর দিন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট শুরু। বুধবার দুপুরে অপশনাল প্র্যাকটিস ছিল। তাই জসপ্রীত বুমরা, শুভমনের মতো কয়েকজন অনুশীলন করেননি। বুমরার ঘরের মাঠ। দুপুরে আমেদাবাদে নেমে সোজা বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়েছেন তারকা স্পিডস্টার। আরও একজনের ঘরের মাঠ মোতেরা। তিনি হলেন অক্ষর প্যাটেল। কিন্তু বাঁ-হাতি স্পিনার অলরাউন্ডার কি প্রথম একাদশে সুযোগ পাবেন? তিন স্পিনার খেলানো হলেও কুলদীপ যাদব ও ওয়াশিংটন সুন্দরের সঙ্গে লড়াই অক্ষরের। বুধবার পুরো প্র্যাকটিস সেশনের পর টিম কম্বিনেশন চূড়ান্ত করবে টিম ম্যানেজমেন্ট। উইকেটে কিছুটা ঘাস রয়েছে। তবে সেই ঘাসও ম্যাচে থাকবে কি না, সন্দেহ রয়েছে।

দুই টেস্টের সংক্ষিপ্ত সিরিজ নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে কোনও উৎসাহ নেই। কৌলিন্য হারানো কমজোরি ক্যারিবিয়ানরা এই ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে কতটা লড়াই করতে পারে তার উপর সিরিজের টিআরপি নির্ভর করবে। গুজরাট ক্রিকেট সংস্থা অবশ্য দৈনিক ও সিজন টিকিটের দাম কমই রেখেছে। ২০ হাজারের উপর টিকিট স্কুল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিলি করা হবে।

## জিতে বিশ্বকাপ শুরু হরমনদের

**গুয়াহাটি, ৩০ সেপ্টেম্বর:** শ্রীলঙ্কাকে ৫৯ রানে হারিয়ে ওয়ান ডে বিশ্বকাপে অভিযান শুরু করল হরমনপ্রীত কৌরের ভারত। গুয়াহাটিতে বৃষ্টি-বিঘ্নিত ম্যাচে শ্রীলঙ্কার স্পিনারদের দাপটে প্রথমে ব্যাট করে ৪৭ ওভারে ৮ উইকেটে ২৬৯ রান করে ভারত। সৌজন্যে দুই অলরাউন্ডার আমনজোত কৌর (৫৭) ও দীপ্তি শর্মা (৫৩)। ব্যাটে অবদান রাখেন হারলিন দেওল (৪৮), প্রতীকা রাওয়াল (৩৭)। বারবার বৃষ্টিতে ম্যাচ বন্ধ হওয়ায় শ্রীলঙ্কার সামনে ডাকওয়ার্থ-লুইস নিয়মে লক্ষ্য দাঁড়ায় ৪৭ ওভারে ২৭১। জবাবে ভাল শুরু করেও দীপ্তি (৩ উইকেট), শ্রীচরনী (২ উইকেট), স্নেহ রানাদের (২ উইকেট) ঘূর্ণিতে শ্রীলঙ্কা অলআউট হয়ে যায় ২১১ রানে। ম্যাচ শুরুর আগে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে দর্শক, শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখেন বলিউডের জনপ্রিয় গায়িকা শ্রেয়া ঘোষাল। বঙ্গকন্যার সুরেলা কণ্ঠের সঙ্গে নজর কাড়ে তাঁর সাজও। বিশ্বকাপের থিম সং 'ব্রিং ইট হোম' গেয়ে শ্রেয়া উদ্বুদ্ধ করেন হরমনদের। প্রয়াত জুবিন গর্গের স্মরণে সঙ্গীত পরিবেশন করেন অসমের প্রখ্যাত শিল্পী পাপন মহন্ত।

# তিলক-বরণ, যুবিকে স্মারক অভিষেকের

**হায়দরাবাদ, ৩০ সেপ্টেম্বর:** ঘরে ফিরে বীরের অভ্যর্থনা পেলেন এশিয়া কাপ ফাইনালের নায়ক তিলক ভার্মা। প্রবল চাপের মুখে মিডল অর্ডারে অবিস্মরণীয় একটি ইনিংস খেলে পাকিস্তানের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়েছেন তিলক। সোমবার বেশি রাতে হায়দরাবাদ বিমানবন্দরে ঘরের ছেলেকে বরণ করতে ভক্তদের ঢল নেমেছিল। 'তিলক...তিলক' ধ্বনিতে মুখরিত হয় বিমানবন্দর চত্বর। বিসিসিআই-এর শেয়ার করা ভিডিওতে তিলক জানিয়েছেন, পাকিস্তানের খেলোয়াড়রা মাঠে অনেক কথা বলছিলেন। জবাবটা ব্যাটেই দিতে চেয়েছিলেন।

ট্রফি নিয়ে যুবরাজের সঙ্গে অভিষেক।

তিলক যখন ফাইনালের সেরা হয়েছেন, তখন টুর্নামেন্টের সেরা মুখ অভিষেক শর্মা। তরুণ ভারতীয় ওপেনারই এশিয়া কাপের সেরার সম্মান পেয়েছেন। সেরার ট্রফি দুবাইয়ে দেশে ফেরার বিমানে উঠে গুরু যুবরাজ সিংয়ের হাতে তুলে দেন অভিষেক। যে ছবি ছড়িয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমে। যুবরাজই পথপ্রদর্শক, মেন্টর অভিষেকের। ছ'বলে ছয় ছক্কার নায়কের পরামর্শেই মিডল অর্ডার থেকে ওপেনিংয়ে চলে আসেন অভিষেক। যুবির মতোই ভয়ডরহীন ব্যাটিং করেন। এশিয়া কাপের সেরার ট্রফি নিয়ে অভিষেক বলেন, আমাদের দলের আবহ এমন যে, কখনও মনে হয়নি পাকিস্তান ম্যাচ মানেই চাপ। সূর্য ভাই (অধিনায়ক সূর্যকুমার) এবং জিজি ভাই (কোচ গৌতম গম্ভীর) আমাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে।

অভিষেক আরও বলেন, ঝুঁকিপূর্ণ শট খেলতে গেলে মাঝেমধ্যে ব্যর্থ হতেই পারি। কিন্তু ওরা যেভাবে আমাকে সাহস দিয়েছে, ভয়টাই কেটে গিয়েছে। তাই এই আগ্রাসী ব্যাটিং করতে পারছি।

## হার্দিক অনিশ্চিত

**মুম্বই:** চোটের কারণে এশিয়া কাপ ফাইনালে খেলতে পারেননি। যা খবর, অস্ট্রেলিয়ায় ১৯ অক্টোবর শুরু হতে চলা ওয়ানডে সিরিজে হার্দিকের খেলার সম্ভাবনা কার্যত নেই। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে এবং ফিটনেসের দ্রুত উন্নতি করলে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজের কয়েকটি ম্যাচ খেলতে পারেন। বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, তারকা অলরাউন্ডারকে ৩-৪ সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে। বোর্ড এখনও হার্দিকের পূর্ণাঙ্গ মেডিক্যাল রিপোর্ট প্রকাশ করেনি।

## ফিরলেন বাবররা

**লাহোর:** এশিয়া কাপে ব্যর্থতার পর প্রথম কোপ। টেস্ট দল থেকে বাদ পড়লেন সাইম আয়ুব। ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের দলে ফিরলেন দুই সিনিয়র ব্যাটার বাবর আজম ও মহম্মদ রিজওয়ান। সিরিজে টি-২০ দল এখনও ঘোষণা না হলেও সেখানেও বাবর, রিজওয়ানের থাকার কথা। এশিয়া কাপে ব্যর্থতার পর লাল বলের ক্রিকেটে সাফল্যের রাস্তায় ফিরতে মরিয়া পাকিস্তান। ১৮ জনের দলের নেতৃত্বে শান মাসুদই। বাবর-রিজওয়ান ছাড়া দলে তিন নতুন মুখ।

# মোহনবাগানকে বহিষ্কার

**প্রতিবেদন:** ইরানে গিয়ে সেপাহান এসসি-র বিরুদ্ধে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর ম্যাচ না খেলায় প্রত্যাশিতভাবেই এএফসি-র আইন মেনে টুর্নামেন্ট থেকে বহিষ্কার করা হল মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে। তেহরানে মহাষ্টমীর দিন ছিল ম্যাচ। নিরাপত্তার কারণে মোহনবাগান ইরানে খেলতে না যাওয়ায় তা নাম প্রত্যাহারেরই শামিল বলে মনে করছে এএফসি। এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এ আর কোনও ম্যাচ খেলতে পারবে না মোহনবাগান। ঘরের মাঠে আহালের বিরুদ্ধে খেলা ম্যাচটিও বাতিল করা হল। ক্যাসের রায় আসার আগেই সিদ্ধান্ত নিল এএফসি।

গতবারও একই কারণে ইরানে যায়নি মোহনবাগান। এএফসি টুর্নামেন্ট থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল জোসে মোলিনার দলকে। এবার আরও বড় শাস্তি পেতে পারে মোহনবাগান। শুধু চলতি মরশুমের এসিএল নয়, আগামী কয়েক বছরের জন্য এএফসি প্রতিযোগিতা থেকে নির্বাসিত হতে পারে মোহনবাগান। হতে পারে মোটা অঙ্কের জরিমানাও। এমনকী ভারত এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ স্লট হারাতে পারে। মোহনবাগান অবশ্য যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত। ইরানে না যাওয়ার ব্যাখ্যা দিয়ে এবং নিরপেক্ষ ভেনুতে সেপাহান ম্যাচ দেওয়ার দাবি জানিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতের (ক্যাস) দ্বারস্থ হয়েছে মোহনবাগান। ক্যাসের রায়ের দিকে তাকিয়ে ক্লাব। এএফসি-র কাছেও নিরপেক্ষ ভেনুতে ম্যাচ দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিল মোহনবাগান। কিন্তু তা নাকচ হয়ে যায়।

ম্যানেজমেন্টের দাবি, জীবনের ঝুঁকির থেকে খেলা বড় নয়। ফুটবলাররা নিজেদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি, নিরাপত্তাকে অগ্রাহ্য করে কোনও সিদ্ধান্ত নেননি। ক্লাবও তাঁদের উপর চাপ সৃষ্টি করেনি। ক্যাসের সিদ্ধান্ত জেনে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য তারা তৈরি। আপাতত আইএফএ শিল্ডে খেলার জন্য তৈরি হচ্ছে মোহনবাগান। সিঙ্গাপুর ম্যাচের জন্য জাতীয় শিবিরে যোগ দিচ্ছেন মোলিনার দলের ছয় ফুটবলার লিস্টন কোলাসো, মনবীর সিং, অনিরুদ্ধ থাপা, অপুইয়া, দীপক টাংরি ও সাহাল। ডাকা হতে পারে বিশাল কাইথকে।

# শিবিরে সুনীল, মাস্ক পরে খেলবেন সন্দেশ

অনুশীলনে রাহুলদের সঙ্গে সুনীল।

**বেঙ্গালুরু, ৩০ সেপ্টেম্বর:** কাফা নেশনস কাপে ইরানের বিরুদ্ধে ম্যাচে চোয়ালে গুরুতর চোট পেয়ে ছিটকে গিয়েছিলেন। ভাঙা চোয়ালে অস্ত্রোপচার করে দ্রুত মাঠে ফিরেছেন সন্দেশ ঝিঙ্গান। তবে নিজের সুরক্ষার কথা ভেবে আগামী দু'মাস মাস্ক পরে খেলবেন সিনিয়র ভারতীয় ডিফেন্ডার। সড়গড় হওয়ার জন্য মাস্ক পরেই অনুশীলন করছেন সন্দেশ।

বুধবার এফসি গোয়ার হয়ে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এ তাজিকিস্তানের ক্লাব ইস্তিকলোল এফসি-র বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলেই জাতীয় শিবিরে যোগ দেবেন। মাস্ক পরেই বুধবারের এএফসি ম্যাচ খেলবেন সন্দেশ। দেশের জার্সিতে সিঙ্গাপুরের (৯ ও ১৪ অক্টোবর) বিরুদ্ধে এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচও খেলবেন মাস্ক পরে। সন্দেশ বলছেন, নিউ নরমালের মতোই মাস্ক পরে শুরুতে অস্বস্তি হয়। অনুশীলনে একটু অসুবিধা হয়েছে। কিন্তু এখন একটা পুরো প্র্যাকটিস সেশন শেষ করতে পারছি কোনও অসুবিধা ছাড়াই। যত বেশি মাস্ক ব্যবহার করব, তত বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করব। কারণ, নিজের সুরক্ষার জন্য আরও দুই-আড়াই মাস আমাকে মাস্ক পরে খেলতে হবে।

কোচ খালিদ জামিলের দুশ্চিন্তা কমিয়ে একে একে ফুটবলাররা জাতীয় শিবিরে যোগ দিচ্ছেন। আনোয়ার আলি, নাওরেম মহেশ সিংয়ের পর সুনীল ছেত্রী-সহ বেঙ্গালুরু এফসি-র তিন ফুটবলার সিঙ্গাপুর ম্যাচের শিবিরে যোগ দিয়েছেন। বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের মাঠে অনুশীলন শুরু করেছেন সুনীল, রাহুল ভেকে ও রোশন সিং।